হিসাব খোলার ফরম

প্রাতিষ্ঠানিক হিসাব

হিসাবের শিরোনাম (বাংলায়)	
Title of the Account	
হিসাব নম্বর	
ইউনিক গ্রাহক আইডি কোড	
শাখা/উপ-শাখার নাম	

শাহ্‌জালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি.

আন্তরিক সেবায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

হিসাব খোলার জন্য নিম্নলিখিত কাগজপত্র/দলিলাদি প্রয়োজন

একক মালিকানা প্রতিষ্ঠান

- গ্রাহক/ গ্রাহকগণের বা হিসাব পরিচালনাকারী/পরিচালনাকারীগণের সম্প্রতি তোলা পাসপোর্ট আকারের ২ (দুই) কপি ছবি।
- হালনাগাদ ই-টিন সনদ।
- বৈধ ট্রেড লাইসেন্স এর সত্যায়িত কপি।
- প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্যাডে মালিকানা সংক্রান্ত ঘোষনাপত্র।
- প্রতিষ্ঠানের ট্রেড/ ব্যবসায়িক সিলমোহর।
- বৈধ জাতীয় পরিচয়পত্র/ পাসপোর্ট/ জন্ম নিবন্ধন সনদপত্রের কপি।
- ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নম্বর (যদি থাকে)।
- নমিনির/নমিনিদের সম্প্রতি তোলা এক কপি পাসপোর্ট আকারের ছবি (হিসাবধারী কর্তৃক সত্যায়িত)।

অংশীদারী কারবার/ফার্ম

- গ্রাহক/ গ্রাহকগণের বা হিসাব পরিচালনাকারী/পরিচালনাকারীগণের সম্প্রতি তোলা পাসপোর্ট আকারের ২ (দুই) কপি ছবি।
- হালনাগাদ ই-টিন সনদ।
- বৈধ ট্রেড লাইসেন্স এর সত্যায়িত কপি।
- হিসাব খোলার জন্য সম্মতিপত্র।
- অংশীদারগণ কর্তৃক যথাযথ ভাবে স্বাক্ষরিত অংশীদারী চুক্তিপত্র।
- প্রতিষ্ঠানের ট্রেড/ ব্যবসায়িক সিলমোহর।
- বৈধ জাতীয় পরিচয়পত্র/ পাসপোর্ট/ জন্ম নিবন্ধন সনদপত্রের কপি।
- ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নম্বর (যদি থাকে)।
- বর্তমান ঠিকানার সাম্প্রতিক মাসের ইউটিলিটি বিলের কপি (বিদ্যুৎ/ওয়াসা/গ্যাস/টেলিফোন)।

লিমিটেড লায়াবিলিটি/পাবলিক/প্রাইভেট কোম্পানি

- গ্রাহক/ গ্রাহকগণের বা হিসাব পরিচালনাকারী/পরিচালনাকারীগণের সম্প্রতি তোলা পাসপোর্ট আকারের ২(দুই) কপি ছবি।
- সংঘ স্মারক ও সংঘ বিধির সত্যায়িত কপি যার প্রতিটি পৃষ্ঠা চেয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক সত্যায়িত।
- কোম্পানি শুরু করার সনদের সত্যায়িত কপি।
- চেয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক সত্যায়িত হিসাব খোলা ও পরিচালনার জন্য বোর্ড/পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত।
- পরিচালনা পর্ষদের নামের তালিকা, পিতার নাম, মাতার নাম, স্বামী/স্ত্রীর নাম, জন্ম তারিখ ও স্বাক্ষর (হালনাগাদ) কোম্পানির লেটারহেড প্যাডে চেয়ারম্যান/ ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক সত্যায়িত।
- আরজেএসসি কর্তৃক প্রদত্ত ফরম-১২ এর সত্যায়িত কপি।
- সিলমোহর (পদবি অনুসারে) যারা হিসাব পরিচালনা করবেন।
- বৈধ ট্রেড লাইসেন্স এর কপি।
- বৈধ জাতীয় পরিচয়পত্র/ পাসপোর্ট/ জন্ম নিবন্ধন সনদপত্রের কপি।
- হালনাগাদ ই-টিন সনদ।
- বর্তমান ঠিকানার সাম্প্রতিক মাসের ইউটিলিটি বিলের কপি (বিদ্যুৎ/ওয়াসা/গ্যাস/টেলিফোন)।
- চেয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক যথাযথ ভাবে প্রত্যয়নকৃত ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি পত্র (পাবলিক লিঃ কোম্পানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)।

সমিতি/ক্লাব/দাতব্য প্রতিষ্ঠান/ট্রাস্ট/সোসাইটি

- গ্রাহক/ গ্রাহকগণের বা হিসাব পরিচালনাকারী/পরিচালনাকারীগণের সম্প্রতি তোলা পাসপোর্ট আকারের ২(দুই) কপি ছবি।
- ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যদের হালনাগাদ তালিকা।
- ট্রাস্ট দলিল-এর সত্যায়িত কপি।
- যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি পত্রের সত্যায়িত কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- হিসাব খোলার এবং পরিচালনার জন্য ট্রাস্টি বোর্ডের সিদ্ধান্ত-এর সত্যায়িত কপি।
- সিলমোহর (পদবি অনুসারে) যারা হিসাব পরিচালনা করবেন।

দ্রষ্টব্য

- স্বত্ত্বাধিকারী, অংশীদার(র), ডিরেক্টর(র), হিসাবপরিচালনাকারী(র)/স্বাক্ষরকারী(র) আলাদাভাবে "আবেদনকারীর ব্যক্তিসংক্রান্ত তথ্যাবলী" ফরম পূরণ করতে হবে।
- ব্যাংকের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে উপরি-উক্ত তথ্যের অতিরিক্ত তথ্য এবং দলিলাদি সংগ্রহ করতে পারবে

শাহ্‌জালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি.

আন্তরিক সেবায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

প্রাতিষ্ঠানিক হিসাব

হিসাব খোলার ফরম

তারিখ দিন দিন মাস মাস বছর বছর বছর বছর

হিসাব নম্বর

ইউনিক গ্রাহক আইডি কোড

(ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য)

ব্যবস্থাপক

শাহ্‌জালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

_____ **শাখা/উপ-শাখা**

প্রিয় মহোদয়,

আমি/আমরা আপনার শাখায় একটি হিসাব খোলার জন্য আবেদন করছি। আমার/আমাদের, প্রতিষ্ঠানের এবং হিসাবের বিস্তারিত তথ্য নিম্নে প্রদান করছিঃ

প্রথম অংশঃ হিসাব সংক্রান্ত তথ্যাদি

০১. হিসাবের শিরোনাম
i. বাংলায়
ii. In English (Block Letter)

০২. হিসাবের প্রকৃতি (টিক দিন) ☐ মুদারাবা সঞ্চয়ী ☐ আল-ওয়াদী'আহ্ চলতি ☐ মুদারাবা এসএনডি ☐ এফসি ☐ এনএফসিডি ☐ আরএফসিডি ☐ অন্যান্য

০৩. মুদ্রা (টিক দিন) ☐ টাকা ☐ ডলার ☐ ইউরো ☐ পাউন্ড ☐ অন্যান্য

০৪ হিসাব পরিচালনার পদ্ধতি (টিক দিন) ☐ এককভাবে ☐ যৌথভাবে ☐ অন্যান্য

০৫ প্রাথমিক জমার পরিমাণ অংকে কথায়

০৬ প্রাথমিক জমার ধরণ(টিক দিন) ☐ নগদ ☐ একাউন্ট ট্রান্সফার ☐ ক্লিয়ারিং

০৭ আনুষঙ্গিক সুবিধাসমূহ (টিক দিন) চেক বই ☐ এসএমএস ব্যাংকিং ☐ ইন্টারনেট ব্যাংকিং ☐ অন্যান্য

দ্বিতীয় অংশঃ প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত তথ্যাদি

০১ প্রতিষ্ঠানের নাম i. বাংলায়

ii. In English (Block Letter)

০২ ট্রেড লাইসেন্স নম্বর

তারিখ দিন দিন মাস মাস বছর বছর বছর বছর

ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ

০৩ নিবন্ধন নম্বর

তারিখ দিন দিন মাস মাস বছর বছর বছর বছর

নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষ ও দেশ

০৪ নিবন্ধনকৃত ঠিকানা

০৫ ব্যবসাস্থল/অফিসের ঠিকানা

সড়ক/গ্রামঃ

পোঃ

থানাঃ

জেলাঃ

০৬ ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নম্বর /BIN

০৭ ট্যাক্স আইডি নম্বর -TIN (যদি থাকে)

০৮ প্রতিষ্ঠানের ধরণ (টিক দিন) ☐ একক মালিকানা ☐ অংশীদারী ☐ যৌথ উদ্যোগ ☐ প্রাইভেট লিঃ কোম্পানি ☐ পাবলিক লিঃ কোম্পানি ☐ ট্রাস্ট ☐ এনজিও/এনপিও ☐ ক্লাব/সোসাইটি ☐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ☐ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ☐ অন্যান্য (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করুন)

০৯ ব্যবসার ধরণ ☐ ট্রেডিং ☐ সেবা ☐ উৎপাদন ☐ অন্যান্য

১০ ব্যবসায়ের প্রকৃতি (বিস্তারিত)

১১ বার্ষিক টার্নওভার

তৃতীয় অংশঃ ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি[১]

হিসাব নম্বর
(ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য)

০১ হিসাব পরিচালনাকারীর নাম (বাংলায়)

In English (Block Letter)

হিসাব পরিচালনাকারীর
ছবি

০২ জন্ম তারিখ — দিন দিন মাস মাস বছর বছর বছর বছর

০৩ পিতার নাম

০৪ মাতার নাম

০৫ স্বামী/স্ত্রীর নাম

০৬ জাতীয়তা

০৭ লিঙ্গ (টিক দিন) ☐ পুরুষ ☐ মহিলা ☐ তৃতীয় লিঙ্গ

০৮ রেসিডেন্ট স্ট্যাটাস (টিক দিন) ☐ রেসিডেন্ট ☐ নন-রেসিডেন্ট

হিসাব পরিচালনাকারী বিদেশী নাগরিক হলে ভিসাসহ বৈধ পাসপোর্টের কপি আবশ্যিকভাবে গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত গাইডলাইন্স ফর ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশন্স এর নির্দেশনা বা সার্কুলার অনুসরণ করতে হবে।

০৯ পেশা (বিস্তারিত)

১০ প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক

১১ ট্যাক্স আইডি নম্বর (TIN) (যদি থাকে)

১২ বর্তমান ঠিকানা

সড়ক/গ্রামঃ পোঃ
থানাঃ জেলাঃ

১৩ স্থায়ী ঠিকানা

সড়ক/গ্রামঃ পোঃ
থানাঃ জেলাঃ

১৪ যোগাযোগের তথ্য

মোবাইল-১ ফোন

মোবাইল-২ ইমেইল

১৫ পরিচিতি পত্র: জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর/পাসপোর্ট নম্বর/ জন্ম নিবন্ধন নম্বর

১.হিসাব পরিচালনাকারী একাধিক হলে প্রত্যেকের ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি পৃথকভাবে তৃতীয় অংশে বা তৃতীয় অংশের সংলগ্নী হিসেবে যুক্ত করতে হবে।

ঘোষণা ও স্বাক্ষর

আমি/আমরা সজ্ঞানে ঘোষণা করছি যে, উল্লিখিত তথ্যাদি সত্য। আমি/আমরা ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় তথ্য/দলিলাদি সরবরাহ করব ।

আবেদনকারী(গণ)[৪]এর নাম	১.	২.	৩.	*
স্বাক্ষর ও তারিখ				

৪. হিসাবধারী নাবালক হলে আবেদনকারীর স্বাক্ষরের স্থলে হিসাবধারীর অভিভাবক স্বাক্ষর করবেন।

ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য

মন্তব্যঃ _____

হিসাব খোলার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নামযুক্ত সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ	শাখা উপ-ব্যবস্থাপক/শাখা ব্যবস্থাপকের নামযুক্ত সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

■ গ্রাহক FATCA পরিপালনের যোগ্য কি না, টিক (√) দিন □ হ্যাঁ □ না। উত্তর হ্যাঁ হলে FATCA পরিপালন অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে।
গ্রাহক/ হিসাব পরিচালনাকারীর Proof of Address এর স্বপক্ষে ডকুমেন্টস সংগ্রহ করতে হবে।

শর্তাবলি

মুদারাবা চুক্তি

১. এটি অর্থ হিসাবধারী এবং শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ-এর মধ্যে সম্পাদিত ইসলামী শরীয়াহ্ ভিত্তিক একটি মুদারাবা চুক্তি।
২. এখানে হিসাবধারী হচ্ছেন "সাহিব আল-মাল" (অর্থের মালিক) এবং ব্যাংক হচ্ছে "মুদারিব" (কারবার পরিচালনাকারী)।
৩. ইসলামী শরীয়াহ্ বর্ণিত নীতিমালার ভিত্তিতে ব্যাংক এই অর্থ জমা গ্রহন করে এবং জমাকৃত অর্থ শুধুমাত্র ইসলামী শরীয়াহ্ অনুমোদিত খাতে বিনিয়োগ করে।
৪. ব্যাংক মুদারাবা তহবিল বিনিয়োগ করে প্রাপ্ত আয়ের কমপক্ষে ৬৫ ভাগ মুদারাবা হিসাবধারীদের মধ্যে ওয়েটেজ-এর ভিত্তিতে বন্টন করে। বিনিয়োগ লোকসান হলে সাহিব আল-মাল তা বহন করবেন।
৫. এছাড়া ইসলামী শরীয়াহ্ বর্ণিত মুদারাবা চুক্তির অন্যান্য শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে।

আল-ওয়াদী'আহ্ চুক্তি

১. আল-ওয়াদী'আহ্ চলতি হিসাব হিসাবধারী এবং শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ-এর মধ্যে সম্পাদিত ইসলামী শরীয়াহ্ ভিত্তিক একটি আল-ওয়াদী'আহ্ চুক্তি।
২. হিসাবধারী তার হিসাবে অর্থ জমা করবেন। ব্যাংক জমাকৃত অর্থের নিরাপদ হেফাজত করবে এবং হিসাবধারীকে চাহিবামাত্র জমাকৃত অর্থ আংশিক বা সম্পূর্ণ ফেরত প্রদানে বাধ্য থাকবে।
৩. আল-ওয়াদী'আহ্ নীতিমালার ভিত্তিতে ব্যাংক হিসাবধারীর জমাকৃত অর্থ বিনিয়োগ করতে পারবে এবং বিনিয়োগ হতে ব্যাংকের অর্জিত মুনাফা বা লোকসানে হিসাবধারী অংশীদার হবেন না।

মুদারাবা সঞ্চয়ী/মুদারাবা এস.এন.ডি হিসাব (মুনাফা বন্টন)

১. সকল শাখায় মুদারাবা সঞ্চয়ী, মুদারাবা এস.এন.ডি হিসাব ইসলামী শরীয়াহ্র নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালিত হবে।
২. হিসাবে জমাকৃত অর্থ ব্যাংক শুধুমাত্র ইসলামী শরীয়াহ্সম্মত খাতে বিনিয়োগ করবে ।
৩. বার্ষিক লাভ-লোকসান চূড়ান্ত হবার পূর্বে আনুমানিক হারে (প্রভিশনাল) মুনাফা প্রদান করা হবে এবং বছরান্তে আনুমানিক মুনাফার হারের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে চূড়ান্ত মুনাফার হার নির্ধারণ করা হবে।
৪. যেসব হিসাবধারী মুনাফার হার চূড়ান্ত হবার পূর্বে হিসাব বন্ধ করে চলে যাবেন পরবর্তীকালে মুনাফার হার বেশী হলে ব্যাংকের নিকট সংরক্ষিত তাদের ঠিকানায় পে-অর্ডার/ওয়ারেন্ট ইস্যুর মাধ্যমে পৌছে দেয়া হবে। আর কম হলে ব্যাংকের পক্ষ থেকে এ ক্ষেত্রে কারও উপর কোন দাবী থাকবে না ।

হিসাব খোলা

হিসাব খোলার যোগ্যতা, মুনাফার হার, ফি ও চার্জসমূহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি ও অন্যান্য শর্তাবলী প্রোডাক্টের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী প্রযোজ্য। ব্যাংক হিসাব খোলার পূর্বে কাস্টমার সার্ভিস অফিসার হিসাবধারীর কাছে প্রোডাক্ট সম্পর্কে তথ্য প্রদান করবেন। আল-ওয়াদী'য়াহ্ চলতি হিসাবে কোন ধরনের মুনাফা প্রদান করা হয় না। হিসাবধারীগণ ব্যাংক কর্মকর্তার কাছে হিসাব পরিচালনা সংক্রান্ত বিশদ তথ্য, হিসাব সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সেবার জন্য প্রদেয় ফি বা চার্জ সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নিবেন।

ন্যূনতম গড় স্থিতি

হিসাব খোলার সময় ন্যূনতম জমার পরিমাণ ব্যাংকের সিডিউল অফ চার্জের চলতি তালিকা অনুযায়ী হবে। সিডিউল অফ চার্জ অনুযায়ী সবসময় হিসাবে ন্যূনতম গড় স্থিতি (Minimum Average Balance) রাখা উচিত। কোন হিসাবে ন্যূনতম স্থিতি বজায় না থাকলে ব্যাংক যে কোন সময় ঐ হিসাব হিসাবধারীকে নোটিশ প্রদান ছাড়াই বন্ধ করে দেওয়ার অধিকার সংরক্ষণ করে।

জমা, উত্তোলন

একজন সঞ্চয়ী হিসাবধারী সপ্তাহে দুইবার তার স্থিতির ২৫% পর্যন্ত অর্থ উত্তোলন করতে পারবে। যদি কোন হিসাবধারী তার স্থিতির ২৫% এর বেশি উত্তোলন করে অথবা সপ্তাহে দুইবারের বেশি অর্থ উত্তোলন করে, তবে হিসাবধারী ঐ মাসের মুনাফা পাওয়ার যোগ্য হবেন না। একজন হিসাবধারী তার আল-ওয়াদী'য়াহ্ চলতি হিসাবের মাধ্যমে যতবার প্রয়োজন লেনদেন করতে পারবেন। ব্যাংক শুধুমাত্র আদায়কারী সংস্থা হিসাবে কাজ করে এবং চেক সংগ্রহের অথবা যে কোন মাধ্যমে জমাদানের ব্যাপারে কোনো দায়দায়িত্ব ব্যাংকের উপর বর্তাবে না। সুতরাং কোন জমাদানকৃত চেক অথবা অন্য ইন্সট্রুমেন্ট-এর মাধ্যমে জমাকৃত অর্থ ব্যাংক কর্তৃক কালেকশনের আগে হিসাবধারী উত্তোলনের জন্য প্রাপ্য হবে না।

মুদারাবা এস এন ডি

মুদারাবা এস এন ডি হিসাবের জমা স্থিতির উপর সময়ে সময়ে প্রযোজ্য মুনাফা প্রদান করা হবে। মুদারাবা এস এন ডি হিসাব থেকে যে কোন পরিমাণের উত্তোলনের ক্ষেত্রে ৭ (সাত) দিনের আগাম নোটিশ দরকার অন্যথায় ঐ মাসে মুনাফা বাজেয়াপ্ত হবে।

ফি এবং চার্জ

হিসাবধারী নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে প্রযোজ্য সার্ভিস চার্জ এবং সম্পর্কিত অন্যান্য ফি এবং চার্জ ব্যাংকের সিডিউল অফ চার্জ মোতাবেক পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবে এবং সিডিউল অফ চার্জ ব্যাংকের ওয়েবসাইটেও প্রকাশিত হবে।

হিসাব বন্ধকরণ

ব্যাংক অথবা হিসাবধারী কর্তৃক কোন কারণে হিসাব বন্ধ করা হলে হিসাবধারী অবশ্যই অব্যবহৃত চেক বই, কার্ড (যদি থাকে) ব্যাংকের নিকট ফেরত দিবে। এক্ষেত্রে ব্যাংকের প্রচলিত সিডিউল অফ চার্জের তালিকা অনুসারে নির্ধারিত ফি প্রযোজ্য হবে।

পজিটিভ পে

ক্লিয়ারিং চেকের পজিটিভ পে সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশ অনুযায়ী হিসাবধারী কাউকে ১ (এক) লক্ষ টাকার উর্দ্ধে চেক প্রদান করলে অবশ্যই লিখিতভাবে ব্যাংককে অবহিত করবেন। অন্যথায় অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউসের মাধ্যমে চেক দাখিল করা হলে ব্যাংক হিসাবধারী/ধারীদের নিজ দায়িত্বে ও ঝুঁকিতে তা ফেরত পাঠাতে পারে।

হিসাব পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য সাধারণ নিয়মাবলি

১. ব্যাংকের নীতি অনুযায়ী কেওয়াইসির প্রসিডিউর পরিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর হিসাব চালু করা হবে।
২. কোন কারণ উল্লেখ না করে ব্যাংক যে কোন সময় হিসাবধারীকে তার নিবন্ধিত ঠিকানায়/মোবাইল নম্বরে/অন্যান্য ঠিকানায় ৭(সাত) দিনের নোটিশ প্রদান পূর্বক হিসাব বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
৩. ব্যাংক শুন্য স্থিতি সম্পন্ন হিসাব ব্যাংকের নিজস্ব পলিসি অনুযায়ী বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
৪. হিসাবের ধরণ অনুযায়ী আল-ওয়াদী'আহ্ চলতি/মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবের জন্য মাসিক/ত্রৈমাসিক/ষান্মাসিক ভাবে হিসাব স্টেটমেন্ট প্রদান করা হবে। এর বাহিরে হিসাবধারী অতিরিক্ত স্টেটমেন্টের জন্য অনুরোধ করলে বর্তমান তালিকা অনুযায়ী নির্ধারিত ফি প্রযোজ্য হবে।
৫. প্রচলিত তালিকা অনুসারে চার্জ প্রদান সাপেক্ষে পরবর্তী লেনদেনের ডুপলিকেট বিবরণী (স্টেটমেন্ট) প্রদান করা হবে।
৬. যৌথ হিসাবের ক্ষেত্রে, সকল বিবরণী, যার নাম আগে থাকবে তাকে পাঠানো হবে।
৭. কোন হিসাব এর কার্যক্রম বন্ধ রাখতে আদালত/উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ যদি নির্দেশ প্রদান করে তাহলে উক্ত হিসাবের কার্যক্রম বন্ধ রাখা হবে। উক্ত নির্দেশ তুলে না নেওয়া পর্যন্ত উক্ত হিসাবে লেনদেন বন্ধ থাকবে।
৮. লেনদেনের সাধারণ সময়সূচী অনুযায়ী হিসাবধারী ব্যাংক লেনদেন করতে পারবেন যা সময়ে সময়ে পরিবর্তন হতে পারে।
৯. ঠিকানা/ মোবাইল নম্বর /ই-মেইল-এর যে কোন ধরণের পরিবর্তন হলে গ্রাহক তা ব্যাংককে লিখিতভাবে জানাবেন। অন্যথায় ব্যাংকের কাছে রক্ষিত হিসাবধারীর ঠিকানা অনুযায়ী হিসাব স্টেটমেন্ট/অন্যান্য যোগাযোগ পত্র পাঠানো হলে তার জন্য ব্যাংককে দায়ী করা যাবে না।
১০. প্রত্যেক গ্রাহককে একটি অনন্য হিসাব নম্বর প্রদান করা হবে যা অর্থ জমাদানকারী ব্যাংকে অর্থ জমা দেওয়ার সময় অথবা অন্যান্য লিখিত নির্দেশনা প্রদানের সময় গ্রাহক উল্লেখ করবেন।
১১. ব্যাংক হিসাবধারীকে কোন নোটিশ প্রদান ছাড়াই হিসাবধারীর কোন বিনিয়োগ এর বিপরীতে ব্যাংকে হিসাবধারীর কোন হিসাবে স্থিত যে কোন পরিমাণ অর্থ উক্ত বিনিয়োগ এর বিপরীতে বা এতদসংক্রান্ত কোন মামলার খরচের জন্য স্থানান্তর বা সমন্বয় করতে পারে। ব্যাংকের সাথে হিসাবধারীর এ দায় প্রকৃত/সম্ভাব্য, প্রাথমিক বন্ধকী, একক/যৌথ যাই হোক না কেন তা হিসাবধারীর হিসাবের সাথে সমন্বয় করার অধিকার ব্যাংক সংরক্ষণ করে।
১২. ব্যাংক যে কোন সময় এবং সময়ে সময়ে চাওয়ামাত্র ব্যাংকের প্রাপ্য কোন সাধারণ লিয়েন বা অন্য কোন অধিকার বা প্রতিকারের উপর হিসাবধারীর হিসাব হতে ব্যাংকের পূর্ণ সন্তুষ্টির স্বার্থে প্রয়োজনীয় দায়, যার উপর হিসাবধারীর অধিকার রয়েছে (উপরি-উক্ত একাউন্ট সমূহ) হতে কেটে নিতে পারবে। অত্র ব্যাংকের যে কোন শাখায় রক্ষিত হিসাবধারীর হিসাব সমূহ একটি "সংযুক্ত হিসাব" হিসেবে গণ্য করা হবে।
১৩. প্রবাসী হিসাবধারীর একাউন্ট বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী পরিচালিত হবে। প্রবাসী হিসাবধারী যদি স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে দেশে ফিরে আসেন তাহলে তা সাথে সাথে ব্যাংকে জানাবেন। দেশ ত্যাগের পূর্বে লিখিতভাবে ব্যাংককে জানানোও প্রবাসী হিসাবধারীর দায়িত্ব।
১৪. ব্যাংক কোনরকম নোটিশ প্রদান ছাড়াই যে কোন শর্ত, ফি বা চার্জ যে কোন সময় পরিবর্তন করতে পারে, এবং হিসাবধারীগণ এই পরিবর্তন মেনে নিতে সম্মত থাকবেন।
১৫. হিসাব স্টেটমেন্ট এর সকল লেনদেন এর যথার্থতা যাচাই করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট হিসাবধারীর। হিসাবধারীর জানামতে স্টেটমেন্টে উল্লিখিত তথ্যের সাথে দ্বিমত পোষণ করলে অবশ্যই ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট হিসাব স্টেটমেন্ট পাওয়ার ১৪ দিনের মধ্যে লিখিতভাবে জানাতে হবে। হিসাবধারীর নিকট হতে এজাতীয় কোন অভিযোগ পাওয়া না গেলে বিবরণীতে (স্টেটমেন্ট) দেয়া সকল তথ্য সঠিক এবং গ্রাহক কর্তৃক গৃহীত হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।
১৬. ব্যাংক যে কোন সময় যে কোন হিসাবধারীর হিসাবে কোন লেনদেন করতে অস্বীকৃতি জানাতে পারো যদি ব্যাংকের বিবেচনায় ওই লেনদেন জালিয়াতি বা বেআইনি বলে বিবেচিত হয়। লেনদেনের যথার্থতার বিষয়ে ব্যাংকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত এবং হিসাবধারী তা মেনে নিতে বাধ্য থাকবেন।
১৭. টেলিফোন, ফ্যাক্স বা ই-মেইলের মাধ্যমে ব্যাংক কোন লেনদেন সম্পন্ন করবে না (যদি না এ বিষয়ক কোন দায় মুক্তি চুক্তি হিসাবধারী ও ব্যাংকের মধ্যে সম্পন্ন হয়ে থাকে) ।

ব্যাংকের অধিকার

১. ভুলক্রমে কোন হিসাবধারীর হিসাবে ক্রেডিট হওয়া অর্থ শনাক্ত হওয়া মাত্র যে কোন সময় ব্যাংক সংশ্লিষ্ট হিসাবধারীর হিসাব হতে তা ডেবিট করে নিতে পারবে।এক্ষেত্রে হিসাবধারীকে তা জানাতে ব্যাংক বাধ্য নয়।
২. মানি লন্ডারিং প্রিভেনশন অ্যাক্ট-২০১২ মোতাবেক ব্যাংক হিসাবধারীর তহবিলের উৎস সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান করতে পারবে এবং ব্যাংক কোম্পানি আইন-১৯৯১ এর আওতায় নমিনি নিয়োগের জন্য ব্যাংক হিসাবধারীকে বলতে পারে।
৩. কোন অসন্তোষজনক কারণ পেলে ব্যাংক হিসাবধারীর হিসাব বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে অথবা কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ব্যাংক নতুন চেক ইস্যু বন্ধ করতে পারে।
৪. ব্যাংকের প্রচলিত রীতি অনুসারে হিসাবধারীর হিসাব থেকে চার্জ আদায় করতে পারে।
৫. ব্যাংক সরকারী নির্দেশনা মতে হিসাবধারী হিসাব থেকে আবগারি শুল্ক, আয়কর ইত্যাদি আদায় করার অধিকার রাখে।

অপ্রচলিত, সুপ্ত ও অদাবীকৃত হিসাব

- আল-ওয়াদী'আহ্ চলতি/মুদারাবা এসএনডি/মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবে সর্বশেষ লেনদেন/হিসাব বিবরণীর প্রাপ্তিস্বীকার বা উক্ত বিবরণীর জন্য সর্বশেষ লিখিত অনুরোধের তারিখ থেকে অন্যূন ৬ (ছয়) মাস গ্রাহক কর্তৃক কোন প্রকার লেনদেন সম্পাদিত না হলে উক্ত হিসাব "অপ্রচলিত" (ইনঅপারেটিভ) হিসাব বলে গণ্য হবে।
- আল-ওয়াদী'আহ্ চলতি/মুদারাবা এসএনডি হিসাব "অপ্রচলিত" হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার পর অন্যূন ৬ (ছয়) মাস এবং মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব অন্যূন ১৮ (আঠারো) মাস অতিক্রান্ত হলে তা "সুপ্ত" (ডরমেন্ট) হিসাব বলে গণ্য হবে।
- হিসাবধারীর হিসাব নিয়মিতকরণ এর লিখিত আবেদন ছাড়া "সুপ্ত"(ডরমেন্ট) হিসাবে গ্রাহক কর্তৃক কোন ধরণের অর্থ উত্তোলন করা যাবে না।
- ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১-এর ৩৫ ধারা বলে ১০(দশ) বৎসর পর হিসাব অদাবীকৃত হিসেবে গণ্য করা হবে যদি উক্ত হিসাবে গ্রাহক কর্তৃক কোন প্রকার লেনদেন না হয়।

ছুটির দিনে কার্যক্রম

ব্যাংক ছুটির দিনে বা ব্যাংকিং সময়ের পরে সংঘটিত লেনদেন ব্যাংক হিসাবে দেখানো সম্পূর্ণ ব্যাংকের নিজস্ব বিবেচনার বিষয়, এ ধরণের লেনদেন উক্ত দিবসের পরিবর্তে পরবর্তী কর্মদিবসে লেনদেন হিসেবে দেখানো হতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে সকল প্রকার সংযোজন/বিয়োজন পরবর্তী কর্মদিবস হতে হিসাব হবে এবং সকল প্রকার সংযুক্তি পরবর্তী কর্মদিবসে কার্যকর হবে। এ জাতীয় বিলম্বিত লেনদেন উক্ত দিবসের লেনদেন হিসেবে না দেখানোর ফলে উক্ত হিসাবধারীর যে কোন ধরণের লোকসান যেমন মুনাফা হ্রাস অথবা বৈদেশিক মুদ্রার হারের পরিবর্তন, চেক ফেরত (রিটার্ন) প্রভৃতির জন্য ব্যাংক দায়ী থাকবে না।

তথ্যের গোপনীয়তা ও তথ্য প্রকাশ

যেহেতু ব্যাংক হিসাবধারীর হিসাব বা ব্যবসার বিষয়ে কঠোর গোপনীয়তা অবলম্বন করে, হিসাবধারী এই মর্মে ব্যাংককে (ব্যাংকের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে) ক্ষমতা দিচ্ছে যে, নিম্নে উল্লিখিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে হিসাবধারীর, তার হিসাব বা ব্যবসা সর্ম্পকে তথ্য প্রদান করা যাবে: (ক) ব্যাংকের কোন শাখা অফিস বা ব্যাংকের অন্যান্য গ্রুপ মেম্বার এর কাছে, (খ) ব্যাংকের কোন এজেন্ট, কন্ট্রাক্টর বা ব্যাংকে সেবাদানকারী কোন তৃতীয় পক্ষ বা ব্যাংকের কোন পেশাদার পরামর্শদাতাকে বা অন্যান্য গ্রুপ মেম্বার এর কাছে, (গ) নিয়ন্ত্রণকারী, তত্ত্বাবধানকারী, সরকারি-আধা-সরকারি সংস্থা বা সংস্থার কোন ব্যক্তির কাছে, যার নিকট ব্যাংক বা গ্রুপ মেম্বার আইনগতভাবে দায়বদ্ধ, (ঘ) কোন ব্যক্তি যদি ব্যাংকের গোপনীয়তা রক্ষা সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত থাকে, (চ) কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান যার সাথে হিসাবধারীর লেনদেন আছে বা লেনদেনের প্রস্তাব করেছে; প্রত্যেক ক্ষেত্রেই গ্রহীতা বাংলাদেশ বা অন্য কোন দেশে অবস্থান করছে, এবং ওই তথ্য গ্রহীতা বাংলাদেশ বা অন্য কোন দেশে ঐসব তথ্য সংরক্ষণ করুক বা প্রকাশ করেছে।

দায়মুক্তি

উপরি-উক্ত হিসাব, এ সকল শর্তাবলী প্রয়োগ এবং ব্যাংকের বকেয়া পুনরুদ্ধার করার জন্য ব্যাংক কর্তৃক প্রদেয় সংশ্লিষ্ট সব খরচ (আইনি খরচ সহ) থেকে ব্যাংককে সম্পূর্ণভাবে দায়মুক্ত করতে হিসাবধারী (গণ) সম্মতি প্রদান করছেন।

মওকুফ

উপরি-উক্ত শর্তাবলী প্রয়োগে কোন প্রকার অবহেলা, দয়া প্রদর্শন বা মওকুফ উল্লিখিত শর্তাবলী কঠোরভাবে প্রয়োগে ব্যাংকের অধিকার খর্ব করবে না। লিখিতভাবে নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ব্যাংকের কোন মওকুফ কার্যকর হবে না।

পরিবর্তন

ব্যাংক যে কোন সময়ে এ শর্তাবলী পরিবর্তন করতে পারে কিন্তু কার্যকর হওয়ার ন্যূনতম ১৪ দিন পূর্বে ব্যাংক নোটিশ দিয়ে তা হিসাবধারীকে অবহিত করবে। শর্তাবলী পরিবর্তন কার্যকর হওয়ার পর হিসাবধারী ব্যাংকিং সুবিধা গ্রহণ করলে, তিনি ব্যাংকের শর্তাবলী পরিবর্তনের নোটিশ পেয়েছেন এবং পরিবর্তিত শর্তাবলী মেনে নিয়েছেন বলে গণ্য হবে। হিসাবধারী এই মর্মে নিশ্চয়তা দিচ্ছেন যে পরিবর্তন সংক্রান্ত কোন নোটিশ পাঠানো হয়ে থাকলে উক্ত নোটিশের প্রাপ্তিস্বীকার সংক্রান্ত স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে ব্যাংক বাধ্য নয়।

নোটিশ

এই শর্তাবলির আওতায় পড়ে এমন বিষয় বা এই শর্তাবলি সংক্রান্ত বিষয়ে হিসাবধারীর সঙ্গে তার দেওয়া ঠিকানায় (অথবা অন্য কোন ঠিকানা যা হিসাবধারী পরবর্তীতে ব্যাংককে জানিয়েছেন) লিখিতভাবে যোগাযোগ করবে। ডাক/কুরিয়ার যোগে পাঠানো হলে যে তারিখে হিসাবধারীর কাছে পত্র পাঠানো হয়েছে, সে তারিখে যোগাযোগ সম্পন্ন হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে।

ই- স্টেটমেন্ট

১. হিসাবধারী(গণ) এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অবগত এবং সম্মত যে, ব্যাংক এনক্রিপটেড ই-মেইল ব্যবহার করে না এবং ইন্টারনেট এনক্রিপটেড না বা তথ্য আদান প্রদানের জন্য নিরাপদ মাধ্যম না । ইন্টারনেটে অযাচিত ব্যক্তির মাধ্যমে তথ্যের পরিবর্তন, ব্যবহার এবং প্রকাশের ঝুঁকি রয়েছে।

২.হিসাবধারী(গণ) এ ব্যাপারে অবগত যে, প্রাতিষ্ঠানিক ঠিকানায় তথ্য প্রদানের ফলে তৃতীয় পক্ষের নিকট এ তথ্য প্রকাশ,পরিবর্তন বা ব্যবহারের ঝুঁকি রয়েছে। ইন্টারনেট তথ্য প্রবাহের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের কারণে প্রতিষ্ঠান/প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উক্ত তথ্যের প্রদর্শন,পরিবর্তন বা ব্যবহারের ফলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ঘটনার কারণে সৃষ্ট কোন খরচ, ক্ষতি, দায়িত্ব থেকে হিসাবধারী(গণ) ব্যাংককে সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি দিতে সম্মত। এছাড়া তথ্যপ্রবাহে কোন ভুল বা তথ্যপ্রবাহের সমস্যার জন্য ব্যাংক দায়ী নয়।

৩. হিসাবধারী(গণ) আইনগত প্রতিনিধি, সম্পাদনকারী, উত্তরাধিকারী এ ই-স্টেটমেন্ট নিয়মাবলি পালনে আইনগত বাধ্য।

৪. এ ই-স্টেটমেন্ট পরিচালনা পদ্ধতি বাংলাদেশের আইনি কাঠামোর ভিত্তিতে গঠিত এবং পরিচালিত।

৫. স্টেটমেন্ট ইলেকট্রনিক উপায়ে বা ই-মেইলে পাঠানো হলে কাগজের স্টেটমেন্ট পাঠানো হবে না।

দৈব দুর্বিপাক/কারিগরী ত্রুটি

ব্যাংকের আওতার বাহিরে দৈব দুর্বিপাক/কারিগরী ত্রুটির কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কোন বা সকল দায়িত্ব পালনে অক্ষম হলে ব্যাংকের উপর কোন দায় দায়িত্ব বর্তাবে না।

প্রচলিত আইন

প্রদত্ত নিয়ম নীতি/শর্তাবলি বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে পরিচালিত এবং প্রয়োগ করা হবে এবং হিসাবধারী(গণ) এই মর্মে বাংলাদেশের কোর্টের নির্দেশ বা আইনের কাছে নিঃশর্তভাবে সমর্পিত। এই সমর্পণ ব্যাংককে কোন কোর্ট প্রদত্ত নির্দেশ বা আইন মোতাবেক হিসাবধারী(গণ)-এর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া থেকে বিরত রাখবে না। যদিও সকল হিসাব বাংলাদেশ ব্যাংকের গাইডলাইন/কোন ধারা বা বিধি পরিবর্তনের নোটিশ/পরিবর্তন বা পরিবর্ধন নীতি সাপেক্ষে (যা সময়ে সময়ে পরিবর্তন হতে পারে) পরিচালিত।

ডেবিট কার্ড অন্তর্ভুক্তির শর্তাবলি

নিম্নলিখিত শর্তাবলি ব্যাংকের ডেবিট কার্ড অর্ন্তভুক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্যঃ

১. শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংকের ডেবিট কার্ডের জন্য কেবলমাত্র শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংকের হিসাবধারীরা আবেদন করতে পারবেন।

২. এসব শর্তাবলীতে:

ক. "ব্যাংক" অর্থ হচ্ছে শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এবং এর মনোনীত অঙ্গ সংগঠন সমূহ।

খ. "একোয়ারার্স" অর্থ হচ্ছে এনপিএসবি/কিউ-ক্যাশ/ভিসা ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক লাইসেন্স প্রাপ্ত কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান যারা সবধরনের কার্ড গ্রহণ করার লক্ষ্যে ব্যবসায়ীদের সাথে চুক্তি সম্পন্ন করে।

গ. "কার্ড" এর অর্থ হচ্ছে হিসাবধারীর পক্ষে (অনুকূলে) ইস্যুকৃত শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক ডেবিটকার্ড যেটি ব্যাংক কিংবা অনুমোদিত বুথ বা পয়েন্টে যেমন: এটিএম এবং/অথবা পিওএসএবং/অথবা ই-কর্মাসের উপস্থাপনের মাধ্যমে গ্রাহকগণ কোন সেবা গ্রহণ এবং/অথবা ক্রয় করা এবং/অথবা প্রয়োজনের সময় টাকা উত্তোলনের সেবা গ্রহণ করতে পারবেন।

ঘ. "কার্ডহোল্ডার" এর অর্থ হচ্ছে ফরম এ উল্লিখিত আবেদনকারী বা গ্রাহকগণ যার বা যাদের ব্যবহারের জন্য এই কার্ডটি তার বা তাদের অনুরোধে প্রদান করা হয়েছে।

ঙ. "কাস্টমার" এর অর্থ হচ্ছে উপরে বর্ণিত কার্ডহোল্ডার।

চ. "হিসাব" এর অর্থ হচ্ছে কার্ডহোল্ডার এর নামে চালু করা হিসাব।

ছ. "চুক্তিপত্র" এর অর্থ হচ্ছে শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক ডেবিট কার্ড আবেদন ফরম এর সঙ্গে সংযুক্ত শর্তাবলী।

৩. (ক) কার্ডের মাধ্যমে ইলেক্ট্রনিক্যালি বা অন্য কোন উপায়ে সম্পাদিত সব ধরণের লেনদেন এর জন্য সংশ্লিষ্ট একাউন্ট ডেবিট করা হবে।

(খ) ডেবিট কার্ড টি ব্যবহার করে বাংলাদেশের যে কোন অনুমোদিত এজেন্ট থেকে পিওএস লেনদেনের মাধ্যমে কোন সেবা গ্রহণ কিংবা কোন স্বয়ংক্রিয় টেলার মেশিন (এটিএম) থেকে টাকা উত্তোলনের ফলে ব্যাংক সংশ্লিষ্ট হিসাবধারীর অ্যাকাউন্ট থেকে উক্ত পরিমাণ টাকা ডেবিট করবে। ব্যাংকের ট্রানজেকশন (ইলেকট্রিক্যাল/অন্যভাবে উদ্ভূত) স্টেটমেন্ট-ই শুদ্ধতার চূড়ান্ত প্রমাণ হিসেবে গণ্য হবে এবং এর জন্য গ্রাহক কর্তৃক স্বাক্ষরিত কোন ডেবিট ভাউচার এর প্রয়োজন নেই।

(গ) যদি উক্ত কার্ডটি ব্যবহার করে গ্রাহক অতিরিক্ত টাকা উত্তোলন করেন তবে সংশ্লিষ্ট গ্রাহককে ব্যাংক তাদের বিভিন্ন সময়ে নির্ধারিত হারে মুনাফা আরোপ করবেন অধিকন্ত ব্যাংকের ভিত্তিতে অরোপিত অন্যান্য ফি-ও এতে সংযুক্ত করা হবে তবে এইরুপ অতিরিক্ত উত্তোলন ব্যাংকের চাহিবামাত্র পুন:পরিশোধযোগ্য।

(ঘ) কার্ড ব্যবহারের স্বার্থে কার্ড সংক্রান্ত ব্যাংকের যে কোন ধরণের ক্ষতিপূরণের জন্য কার্ডহোল্ডার দায়িত্ব গ্রহণ করছেন। যেমন সমস্ত লোকসান, দাবি, কার্যক্রম, মামলা, চাহিদা, খরচ বা ব্যয় ইত্যাদি এবং কার্ড ইস্যু বা ব্যবহারের কারণে উদ্ভূত যে কোন ধরণের সমস্যার জন্য কার্ডধারী দায়ভার নিবে কিন্তু শর্ত একটাই যে ব্যাংককে সর্বদা সততা/সরল বিশ্বাস এ কাজ করতে হবে।

(ঙ) কার্ড ইস্যু এবং ব্যবহারের জন্য ব্যাংক বাৎসরিক হারে যে কোন হিসাবধারীর উপর যে কোন ফি ধার্য করার অধিকার রাখে।

৪. ব্যাংক প্রতি ২৪ঘন্টার মধ্যে কার্ডহোল্ডার কর্তৃক কোন অনুমোদিত এজেন্ট থেকে ক্রয় করা বা সেবা গ্রহণের এবং টাকা উত্তোলন এর সর্বোচ্চসীমা নির্ধারণ করে দেওয়ার অধিকার রাখে।

৫. কার্ডটি সর্বদাই ব্যাংকের সম্পদ বলে বিবেচিত হবে এবং কোনরূপ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে এবং পূর্ব নোটিশ ছাড়াই ব্যাংক তার একক সিদ্ধান্তে সংশ্লিষ্ট হিসাবধারীর কার্ডটি ফেরত নেওয়া অথবা এতদসংক্রান্ত কোন সেবা প্রত্যাহার করে নিতে পারে, এক্ষেত্রে ব্যাংকের অনুরোধে গ্রাহক তার কার্ডটি ফেরত দেওয়ার ব্যাপারে দায়বদ্ধ থাকবেন।

৬. গ্রাহক বরাবর ইস্যুকৃত কার্ড ও প্রদত্ত পিন নম্বরের গোপনীয়তা রক্ষা হিসাবধারীর দায়িত্ব এবং ব্যাংক এক্ষেত্রে কোন ধরণের লোকসান, আর্থিক ক্ষতি,কোন ক্ষয়ক্ষতি বা এরূপ কোন কর্মকান্ডের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে না। উপরন্তু, উক্ত কার্ডের ব্যবহারের ফলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সৃষ্ট কোন লোকসান বা ক্ষয়-ক্ষতির জন্য ব্যাংক দায়বদ্ধ হবে না। অধিকন্তু সেরূপ ক্ষয়-ক্ষতির ক্ষতিপূরণের প্রয়োজন হলে গ্রাহককেই তা পূরণ করতে হবে।

৭. কার্ডহোল্ডার কার্ডের পিন নম্বর কারো নিকট প্রকাশ করবেন না। কার্ডহোল্ডার কার্ড দ্বারা সংঘটিত সকল লেনদেনের জন্য ব্যাংকের নিকট দায়বদ্ধ থাকবেন এবং পিন বা কার্ড দ্বারা অননুমোদিত লেনদেনের ফলে কোন লোকসান বা ক্ষয়ক্ষতি বা চুরি সম্পর্কে ব্যাংক লিখিত নোটিশ পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সকল সংঘটিত লেনদেন কার্ডহোল্ডার কর্তৃক অনুমোদিত বলে এই মর্মে ব্যাংক তার দায়িত্ব সম্পাদন করবে। নোটিশ ব্যতিরেকে কার্ড বাহক কর্তৃক এর ব্যবহারকে কার্ডহোল্ডারের অনুমোদিত ব্যবহার বলে গণ্য হবে।

৮. কার্ড এর যাবতীয় চার্জ বা এর ব্যবহারের জন্য হিসাবধারীর একাউন্ট ডেবিট করা হবে। এছাড়া কার্ডের পুনঃস্থাপন চার্জ ফি-সহ সময়ে সময়ে ব্যাংকের নির্ধারিত যে কোন ফি এর জন্য হিসাবধারীর একাউন্ট ডেবিট করা হবে।

৯. নতুন কার্ডের আবেদনপত্র প্রত্যাখ্যান, কার্ডের প্রত্যার্পণ, কার্ড সংশ্লিষ্ট যে কোন বিধান পরিবর্তন সংক্রান্ত সকল অধিকার এককভাবে ব্যাংক সংরক্ষণ করে। ব্যাংক এতদসংক্রান্ত কোন, ক্ষয়ক্ষতি বা খরচের জন্য দায়বদ্ধ হবে না কিংবা কার্ডের বা অনুমোদিত এটিএম বা মেশিনে অপর্যাপ্ত ব্যালেন্স সংক্রান্ত বিষয়ে এর অপব্যবহারের ফলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সৃষ্ট কোন বিষয়ে দায়বদ্ধ হবে না।

১০. উপযুক্ত কোন কারণেই কার্ডটি লেনদেনের জন্য গ্রহণ করা না হলে ব্যাংক তার দায় দায়িত্ব নিবে না।

১১. কার্ডহোল্ডারের যে কোন অনুরোধের কারণে কার্ডের পুনঃস্থাপন এর প্রয়োজন হলে ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত চার্জ প্রযোজ্য হবে।

১২. কার্ডের পিন নম্বর পুনঃস্থাপনের প্রয়োজন হলে ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত চার্জ প্রযোজ্য হবে।

১৩. বাংলাদেশে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী কার্ডহোল্ডার উক্ত কার্ড দিয়ে কোনরূপ শরীয়া বহির্ভূত বা বেআইনি লেনদেন করতে পারবেন না।

১৪. কার্ডের বৈধতা রহিত হবে এবং ব্যাংক কার্ডটি অতিসত্বর ফেরত চাইতে পারে যদি-

ক. সংশ্লিষ্ট হিসাবটি বন্ধ হয়ে যায়।

খ. কার্ডহোল্ডার এর মৃত্যু হয়।

গ. সংশ্লিষ্ট হিসাব চালনার ব্যাপারে যদি কার্ডহোল্ডার এর কর্তৃত্ব খর্ব করা হয়।

ঘ. কার্ডহোল্ডারকে ব্যাংকের গ্রাহক হওয়া থেকে বিরত রাখা হয়।

ঙ. ব্যাংক এটি ফেরত নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানায়।

১৫. কার্ডের ব্যবহার সংশ্লিষ্ট সকল প্রশ্ন বা নোটিশ সংশ্লিষ্ট শাখার ম্যানেজার বা শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক কার্ড ডিভিশন এর বরাবর করতে হবে।

১৬. মুদারাবা সেভিংস, কারেন্ট ও এসএনডি একাউন্ট এর জন্য প্রযোজ্য সকল আইনকানুন এ জাতীয় একাউন্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য হবে।

১৭. ব্যাংক যেকোন সময় কার্ড হোল্ডারকে পূর্ব নোটিশ ছাড়াই কার্ড সংশ্লিষ্ট বিধান পরিবর্তন করতে পারে।

১৮. আইন, সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক-এর অপরিহার্য কোন সংশোধনী এই শর্তাবলীর সংশোধনী হিসেবে গণ্য হবে।

১৯. কার্ডহোল্ডারকে পূর্ব নোটিশ ছাড়া ব্যাংক বা অনুমোদিত কর্তৃপক্ষ সময়ে সময়ে ফি ও চার্জ ধার্য করতে পারে।

২০. কার্ডহোল্ডার চাইলে কার্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার ন্যূনতম ৬০ দিন পূর্বে নোটিশ প্রদান সাপেক্ষে উক্ত চুক্তিপত্র বাতিল করতে পারে।

২১. কোন দৈবনির্ভর ঘটনা, যুদ্ধ, দাঙ্গা, সামরিক অভ্যুত্থান, আইন পরিবর্তন যা ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে এবং যেসব ক্ষেত্রে ব্যাংক এর পক্ষে এই চুক্তিপত্র সম্পাদন অসম্ভব হয়ে পড়ে, সেসব ক্ষেত্রে ব্যাংক কোনরূপ কারণ দর্শানো ছাড়া এর মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই অত্র চুক্তিপত্র বাতিল করতে পারবে।

২২. এর যে কোন বিরোধ কেবলমাত্র বাংলাদেশে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

২৩. বাৎসরিক এসএমএস অ্যালার্ট ফি ও ভ্যাট চার্জ হিসাবধারীর হিসাব থেকে সমন্বয় করা হবে।

২৪. গ্রাহক শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংকের ওয়েবসাইটে বর্ণিত কার্ড, ই-কমার্স ও ব্যাংকিং ট্রানজেকশন সংক্রান্ত শর্তাবলী মেনে চলা প্রত্যয়ন করছেন।

গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকাঃ

১. হিসাবধারীর ফোন চুরি হলে/হারালে, কার্ড চুরি হলে/হারালে বা ই-কমার্স লেনদেন সেবা বন্ধের জন্য অতিসত্বর কল সেন্টারে ফোন করে জানাবেন। গ্রাহক সঠিক সময়ে জানাতে ব্যর্থ হলে সেই সময়ে সংঘটিত কোন লেনদেনের জন্য শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক দায়ী থাকবে না।

২. মোবাইল নেটওয়ার্কে কোন ধরণের গোলযোগের কারণে কার্ড-সেবা ব্যাহত হলে তার জন্য শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক দায়বদ্ধ থাকবে না।

৩. অনলাইন লেনদেনে তথ্যের নিরাপত্তা রক্ষা করা সম্পূর্ণরূপে হিসাবধারীর দায়িত্ব।

ডিজিটাল ব্যাংকিং-এ অন্তর্ভুক্তির জন্য আবেদনকারী(দের) ঘোষণা

আমি/আমরা নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে আমি/আমরা শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক ডিজিটাল ব্যাংকিং সেবা সংক্রান্ত শর্তাবলী (যেখানে প্রযোজ্য) শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে যথাযথভাবে পড়েছি এবং অনুধাবন করেছি এবং উল্লিখিত শর্তাবলী পরিপূর্ণভাবে মেনে চলার অঙ্গীকার করছি। আমি/আমরা আরও নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, আমি/আমরা ব্যাংকের ফি এবং চার্জ এর তালিকা/বিবরণাদিও যথাযথভাবে পড়েছি এবং বিনা শর্তে এগুলো মেনে নিচ্ছি। আমার আইডি এবং পিন/পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে ফরমে উল্লিখিত একাউন্টসমূহে শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক ডিজিটাল ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে (যে কোন ব্যক্তি দ্বারা বা যে কোন পন্থায়) প্রদত্ত নির্দেশের কারণে যে কোন ধরণের লেনদেনের জন্য আমি/আমরা এককভাবে দায়ী থাকব। ডিজিটাল ব্যাংকিং সেবা পেতে এ সংক্রান্ত ফি ও চার্জ (যেখানে প্রযোজ্য) এর জন্য আমার/আমাদের একাউন্ট ডেবিট করার জন্য আমি/আমরা শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংককে ক্ষমতা প্রদান করছি।

আবেদনকারী(দে)র ঘোষণা

১. আমি বা আমরা উপরে বর্ণিত শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকের হিসাব বা যে কোন সেবা সংক্রান্ত সব তথ্য, একাউন্ট নিয়মাবলী, শর্তাবলি, সিডিউল অব চার্জ পড়েছি, এবং বুঝেছি, এবং তা মেনে চলার সম্মতি দিচ্ছি। আমার/আমাদের দেয়া স্বাক্ষর উপরে বর্ণিত নিয়মাবলী এবং শর্তাবলি মেনে চলার সম্মতি হিসেবে বিবেচিত হবে এবং এটাও সম্মতি দিচ্ছি যে সময়ে সময়ে একাউন্টের সংশোধিত ও সম্পূরণ করা নিয়মাবলী ও শর্তাবলি মেনে চলতে আমি/আমরা বাধ্য থাকব।

২. আমি বা আমরা ঘোষণা করছি যে আমি/আমরা মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত আছি এবং দেশে বিদ্যমান মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাস বিরোধী আইনের বিরোধী কোন কাজ/লেনদেন আমি/আমরা করবো না। আমি/আমরা এটাও অঙ্গীকার করছি যে সময়ে সময়ে ব্যাংকের প্রয়োজন মোতাবেক প্রয়োজনীয় তথ্য/নথি প্রদান করব।

(১ম আবেদনকারীর স্বাক্ষর)	(২য় আবেদনকারীর স্বাক্ষর)	(৩য় আবেদনকারীর স্বাক্ষর)

Shahjalal Islami Bank PLC.

Committed to Cordial Service

www. sjiblbd.com

Scan to find all
account opening forms

Scan to find us on
facebook

24/7 Call Center
Committed to Cordial Service
16302

Corporate Head Office: Shahjalal Islami Bank Tower, Plot No: 4, CWN(C), Gulshan Avenue, Dhaka-1212, Bangladesh
Phone: 02-222283457 (Hunting Number), Fax: + 02-222297607, Email: sjiblho@sjiblbd.com

SJIBL-0384001, Sunflower-04/23, 10,000 Pcs.